

3.3-Research Publication

3.3.1 Number Of Research Papers Published Per Teacher In The Journals Notified On UGC Care List During The Last Five Year(2018-2023)

Sl No	Name Of Teacher	Department Of the Teacher	Name Of Journal	Title Of Paper	Title Of Book	Name Of The Publisher	Year Of Publication	Link To Website Of The Journal	ISSN Number	ISBN Number	Peer / Care List (Yes/No)	Individual Or Jointly	URL
1	Bablu Naskar	History	Parbo kagal	Sundarbant Samajer Gramin Bichar Byabostha Abalokan			March 2022	www.parbo o.in	2395-597X			Individual	
2	Bablu Naskar	History	International Journal of Creative Research Thought	Sundarbans : Acculturation of Tribal Communities,			November: 2022	www.ijert.org	2320-2882		yes	Individual	https://ijert.org/track.php?id=227766

Principal

Al-Ameen Memorial Minority College
Jogibattara, Beruhpur, Kol-145

VOL 01, ISSUE03

MARCH, 2022

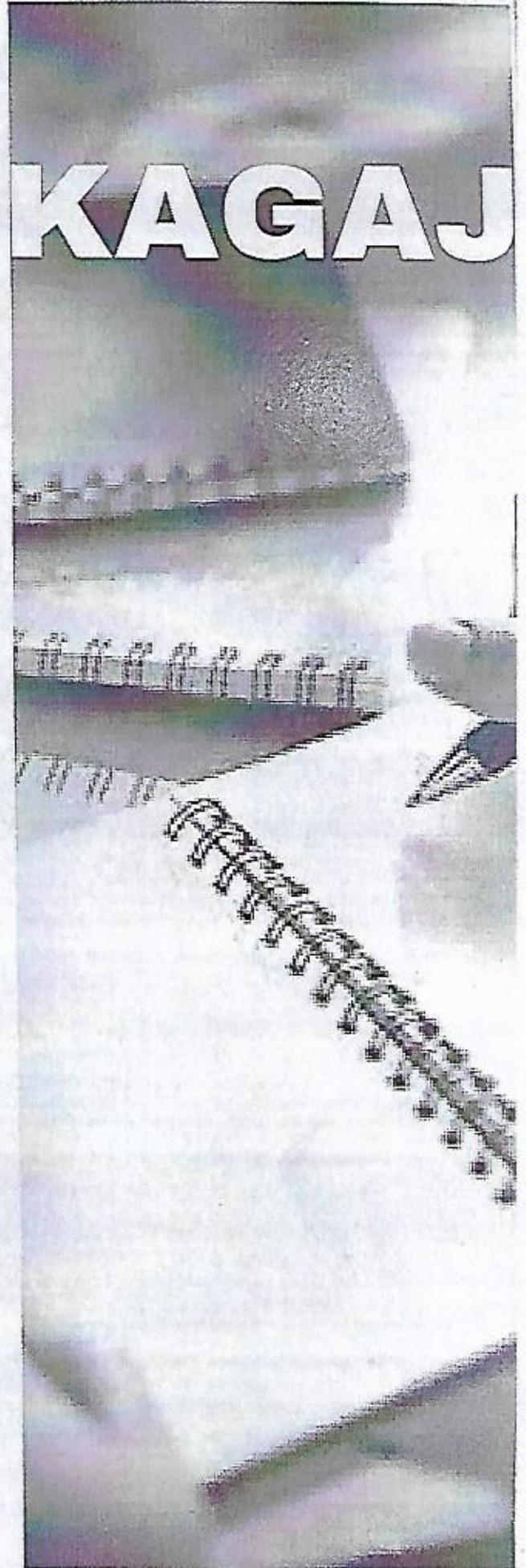
PARBO KAGAJ



ISSN NO - 2395-597X

A REFEREED
JOURNAL

RS. - 200/-



সুন্দরবন সমাজের গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থা অবলোকন :

বাবলু নকর

পি এইচ ডি গবেষক

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ :

আঞ্চলিক ইতিহাস ও সমাজবীক্ষণের একান্ত অপরিহার্য উপাদান হল প্রান্তিক মানুষের জীবনশৈলী। আর এই গ্রাম্য প্রান্তিক জীবন প্রবাহের অনন্য আকর হল সৃষ্ট সংস্কৃতি রূপায়নের মানবিক প্রয়াস। এই প্রয়াসের রূপায়ন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় বঙ্গোপসাগর উপকূলীয় সুন্দরবনাঞ্চলিক নদী মাতৃক ভূ-খণ্ডে। পারস্পরিক বোঝা-পড়া ও মানবিক সমাজ গঠন প্রক্রিয়াকে সুসংহত করার তাগিদ অনুভূত হয় এই আঞ্চলিক জনজীবনে। ব্যস্ততম জীবিকাশ্রয়ী জীবনযাত্রার পাশাপাশি পাগাচার বর্জিত সামাজিক গ্রাম্য সরলতাকে দীর্ঘায়িত করার একান্ত প্রয়াস লক্ষ্য করা গেলেও মাঝেমাঝে তার ব্যতিক্রমী কার্যকলাপের পরিচয় মেলে। তবে তা একান্ত গভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। নির্মল সমাজ গঠনের সর্বত প্রচেষ্টা সকল সমাজের মানুষের নিকট এক চূড়ান্ত অভিপ্রায় একথা নির্দিষ্ট বলা যায়, যার ব্যতিক্রম নয় এই সুন্দরবনাঞ্চল।

সূচক শব্দ : অভিবাদিত, সমাজ বীক্ষণ, স্বকীয়তা, সাবলীলতা, প্রাণোচ্ছলতা, সহাবস্থান।

বিষয়বস্তু : সরকারি প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি এখনকার গ্রামীণ বিচার প্রক্রিয়া বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এই ব্যবস্থা “গ্রাম্য সালিশি” পরিচিত। এটি একান্ত গ্রাম্য মোড়ল-মাতবর বা গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পরিবেশিত ও পরিচালিত প্রক্রিয়া। বিশ্ব সভ্যতার বিভিন্ন আঞ্চলিক সমাজ জীবনের ন্যায় এই প্রান্তিক সমাজের স্বকীয়তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই বিচার ব্যবস্থা এক অনন্যাত দান করেছে।

কৃষিজীবী, জলজীবী, শ্রমজীবী, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অস্থূল জীবনযাত্রা। দরিদ্রতার ভরপুর সুন্দরবনাঞ্চলের মানব জীবন এক কঠিন আবর্তে আবর্তিত। তবে অতীতের তুলনায় এই কঠিন জীবনযাত্রার মান কিছুটা স্বচ্ছল হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা নগন্য। তাই সংকটময় পরিস্থিতিতে সংঘাত সংগ্রাম নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, যার প্রশমনে স্থানীয় তথা গ্রামীণ সালিশি ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা একান্ত সহায়ক। সার্বিক উন্নয়ন ব্যতীত কোন সমাজ স্বাভাবিকতার গুণি অতিক্রম করতে পারেনা, যার মূল উপাদান হল-মানসিক প্রসারতা ও আর্থিক সাবলীলতা। এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে প্রথম উপাদানটি বিশেষভাবে কাৰ্পণ্যায় আবদ্ধ। আর দ্বিতীয়টি ভৌগলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক কারণে বিশেষ আর্থিক অনটনের বৃত্তে আবদ্ধ। তবে তার মধ্যেও অন্যান্য সমাজ ভুক্ত মানুষের ন্যায় এই অঞ্চলের মানবকুল নিরাপদ ও নিরাপরাধ জীবন অর্থে গড়ে তুলেছে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গ্রাম্য সালিশি ব্যবস্থা। এই গ্রামাঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থা পারচালিত হত নিজ নিজ জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী পুরুষদের নিয়ে গঠিত নিজস্ব পঞ্চয়েত গুলি দ্বারা। প্রত্যেক নিম্ন বর্ণীয় জনগোষ্ঠীর এক একজন করে প্রধান থাকতেন। তিনি স্ব স্ব গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার গুলির মধ্যে উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যা ও অপরাধ যথা-বিবাহ, সম্পত্তি, অপকর্ম প্রভৃতি সমাধান করতেন পঞ্চয়েত বা সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে। সাধারণ অপরাধের শাস্তি ছিল জরিমানা, এই জরিমানা প্রদত্ত অর্থ গ্রামের বারোয়ারি তহবিলে জমা পড়ত। গ্রামের বারোয়ারি পূজার আয়োজন, হরিসভা বা গোষ্ঠী ভোজনের ব্যয়সহ সর্বসাধারণের জন্য সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মে অর্থ ব্যয় হত এই তহবিল থেকে। তবে অর্থ জরিমানা ছাড়াও জঘন্য বা গুরুতর অপরাধের অপরাধীকে স্বজাতি বা সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কার করাও হত। এটি ছিল সমাজ শৃঙ্খলা রূপায়নের এক অনন্য প্রয়াস।

গ্রামের এই সকল প্রধানদের সাধারণত ‘মণ্ডল’ বা ‘মোড়ল’ নামে পরিচিতি ছিল। যদিও পোদ জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র একজন সমাজপতি ছিলেন, যার উপাধি ছিল ‘সরদার’। এই গ্রাম প্রধান বা সমাজপতির পদ ছিল বংশানুক্রমিক। কোনও একজন মণ্ডল

বা মোড়লের জীবনাবসান ঘটলে সাধারণত তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রই সেই পদে অভিষিক্ত হতেন। সেক্ষেত্রে গ্রামীণ একজন জমিদার ও রাজত্বের কোনরূপ ভূমিকা থাকত না। কেবলমাত্র অপূত্রক অবস্থায় কোনও মণ্ডলের মৃত্যু হলে গ্রামের সকল রায়তদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তক্রমে নতুন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে গ্রাম প্রধান নিযুক্ত করা হত। এটাই ছিল সুন্দরবনাঞ্চলের গ্রামীন শসনের প্রচলিত নিয়ম।

সাধারণভাবে নিম্ন দক্ষিণবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামে নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের প্রাধান্য থাকায় মণ্ডলরা সাধারণত এই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিলেন। উচ্চ বর্ণের মণ্ডল ছিলেন সংখ্যায় খুবই কম। সেলাস সুপারিন্টেন্ডেন্ট ভার্গারের উদ্ধৃতি দিয়ে হাট্টার বলেছেন, বারানত থানা ছাড়া চব্বিশ পরগনার অন্যান্য সকল থানা এলাকায় মোট মণ্ডল সংখ্যায় ছিলেন ৫১৮১ জন। তাদের মধ্যে কেবলমাত্র নয়জন ছিলেন ব্রাহ্মণ, ছয়জন ছিলেন রাজপুত, এবং কায়স্থ চারজন। আর বাকি সবাই ছিলেন নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত।

গ্রাম প্রধান মণ্ডলগণ বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা সবসময় কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করতেন। তাঁরা চৌকিদারি ট্যাক্স থেকে রেহাই পেতেন। গ্রামের বিবাহ প্রভৃতি পারিবারিক অনুষ্ঠান থেকে দ্রব্যে ও নগদে কিছু সামান্যিক দক্ষিণাও পেতেন। হাট্টারের মতে মণ্ডল পদের সৃষ্টি হয়েছে মধ্য যুগে মুসলিম শাসনকালে। সেই সময় মণ্ডলগণ প্রবল ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ভোগ করতেন। আবার গ্রাম শাসক হিসেবে কখনো কখনো তাঁরা নিম্নের ভূমিও ভোগের অধিকারী ছিলেন। ভার্নানের সাক্ষ্য অনুযায়ী সেই সময় মোড়ল ব্যতীত কোন গ্রাম ছিলনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'মণ্ডল' শব্দটি উচ্চারণগত বিকৃতির কারণে পরবর্তীকালে 'মোড়ল' হয়ে গিয়েছিল।

অপরদিকে দেখা যায়, বন-জঙ্গল সাফ করার কার্যে আগত আদিবাসী জনজাতি সুন্দরবন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এবং সেই সাথে সাথে তাদের চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব শাসন পদ্ধতি অভিধাসিত হয়ে নতুন বসতি এলাকায় অনুভূত হয়। এই প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নিজস্ব শাসন পদ্ধতি অনুসারে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, হো, তুমিজ প্রভৃতি উপজাতি গুলির গ্রাম্য প্রধানের উপাধি হয় 'মাকি'। মাকির দুই জন সহকারী ছিলেন-'পরামানিক' ও 'যোগমাকি'। এই সমাজে পরগনা উপাধিধারী অপর একজন সমাজপতি ছিলেন, যার কাজ ছিল কয়েকজন মাকির উপর খবরদারি করা। এর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদা ছিল মাকির তুলনায় বেশি। আবার পরগনার একজন সহকারী থাকতেন, তাঁর উপাধি ছিল 'করাজি'।

এই আঞ্চলিক সালিশি ব্যবস্থার তৎপরতার মধ্যে নির্মল সমাজ গঠনের অভিপ্রায় যে উদ্ভাসিত হয় তা অনস্বীকার্য। একথা প্রতীয়মান হয় যে, একান্ত গ্রামীণ জীবন-যাপন প্রক্রিয়ার সাবলীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাদি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। প্রত্যন্ত গ্রাম্য প্রাণোচ্ছলতার প্রবহমান ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখার বিশেষ প্রয়াস এই ব্যবস্থার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। অদ্যাবধি সমাজের এই বিচার ব্যবস্থার ধারা অব্যাহত থাকলেও তা ক্ষীণ ধারায় পর্যবসিত। গ্রাম পঞ্চায়ত ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিল আধর্তে এই ব্যবস্থা স্লথ হয়ে পড়েছে। সালিশিয়ান হিসেবে গ্রামের গণ্যমান্য, শিক্ষিত, বিবেচক মানুষকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হত, সেখানে নিরপেক্ষ ও মানবিক বিচারকার্য প্রাধান্য পেত। বর্তমানে সেই ধারার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। এর পশ্চাতে যে অন্যতম কারণ বিদ্যমান তা হল-গ্রামীণ সমাজে মানুষের মধ্যে সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, জাতিত্ববাদের চরম আকার ধারণ। দলাদলি সর্বস্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার স্বল্প শিক্ষিত ও স্বার্থাশ্রেষ্টী নেতৃবর্গের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই আঞ্চলিক বিচার ব্যবস্থার মৌলিক চরিত্রকে অনেকাংশেই কলুষিত করে তোলে। এতদসত্ত্বেও একাধিক ধর্ম ও বর্ণের সহাবস্থানে গড়ে ওঠা এই আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে সুশিক্ষিত, গণ্য-মান্য সালিশিয়ানদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় "গ্রাম্য-সালিশি" ব্যবস্থা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে অব্যাহত রাখার বিশেষ প্রয়াসী।

ভারতবর্ষের প্রান্তদেশীয় ভূ-খণ্ডের অন্যতম অংশ সুন্দরবন অঞ্চল। বঙ্গোপসাগর উপকূলীয় গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের বিস্তীর্ণ এলাকা মধুবনীর আচার-আচরণ ও নানাবিধ গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যাবলী সমাজ-সাংস্কৃতিক জীবনে স্বয়ংক্রিয় বহন করে চলেছে, যার অন্যতম হল গ্রাম্য সালিশি ব্যবস্থা, যাকে 'গ্রাম্য সালিশিয়ান' বলা হয়ে থাকে। এটি এই অঞ্চলের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যেখানে সরকারি আইনি জটিলতা স্থান পায়না, প্রাধান্য পায় প্রান্তিক মানবের মানবিক দিক। শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সং মানসিকতার একান্ত সাক্ষ্য বহনকারী রূপে বিদিত এই বিচার ব্যবস্থা। মূলতঃ কৃষি প্রধান এই অঞ্চলের কৃষিজীবী পরিবারের মানুষজন এই ব্যবস্থার বিশেষ কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। কৃষিজীবী সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যরা বারা শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রণী, তারা

পুরুষানুক্রমে গ্রাম্য সালিশিয়ানায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করে এসেছে তাদের সততা, নিষ্ঠা ও নিজ সমাজের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ মনোভাব বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

ষষ্ঠ বর্ষ ও বর্ণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই সুন্দরবন অঞ্চল বিশ্ব সত্যতায় এক অনন্য পরিচয় বহন করে। বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ বা সম্প্রদায়ের সং, কর্তব্যপরায়ণ, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান মানুষজনের কেউ কেউ পরগনার বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য পদ-লাভ করতেন। এই অঞ্চলের এমন অনেক কৃষিজীবী সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্ধান পাওয়া গেছে যারা বংশ পরম্পরায় গ্রামীণ বিবাদ-বিসংবাদে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে স্বীকৃতি ও সম্মান পেয়ে এসেছে। এই সকল মানুষজন হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় ভুক্ত। মুসলমান বিচারক বাজী ও হিন্দু সালিশিয়ান বিদ্যমান। বর্তমান হিন্দু সমাজের 'মণ্ডল' পদবীধারী ও ধর্মান্তরিত 'মণ্ডল' মধ্যস্থতাকারীগণ যে পরগনার বিচারকার্য সম্পাদন করতেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমান চব্বিশ পরগনার অন্যতম পরগনা 'বারিদহাটির' বিচারকার্য পরিচালিত হত জয়নগর থানার থানেশ্বরপুর ব্যাপী 'বারিদহাটির জজ' নামে স্বীকৃতি লাভ করে এসেছেন। তবে শুধুমাত্র মণ্ডল পদবীধারী নয়, পরবর্তীকালে অন্যান্য পদবী ভুক্ত যোগ্য ও সং মানসিকতা সম্পন্ন মানুষজন গ্রাম সমাজের বিচারকার্যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে সৃষ্ট সামাজিক সচলতাকে বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।

পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সাথে এই প্রান্তিক সমাজের গ্রাম্য ও মধ্যস্থতার কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যুগের পালা বদলের ধারায় মণ্ডলদের একাধিপত্য ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে এবং বিভিন্ন পদবীধারী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষজনের মহৎ আগ্রহ ও চেষ্টায় গ্রামীণ বিবাদ-বিসংবাদের সামাধানের অধ্যায় সূচিত হয়। তখন প্রচলিত কৌলন্যের মূল্য একান্ত অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণীর এই সকল মানবগণ স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী অধ্যায়ে কয়েক দশক ধরে সুন্দরবনের গ্রাম্য সমাজে বিশেষ সম্মান অর্জন করতে থাকেন। আর এই সকল ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সুদীর্ঘকাল ধরে এই আঞ্চলিক সমাজ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে এসেছে। তাদের চিন্তা-ভাবনার প্রসারতা সামাজিক কলুবতাকে অনেকাংশে ক্রম হ্রাসমান করতে সক্ষম হয়েছে। সেই সকল মানুষজন সালিশিয়ান হিসেবে গণ্য হবেন, যিনি শিক্ষিত, সং, বিবেচক, লোক সমাজে রাশভারি, সাহসী ও উদার প্রকৃতি সমন্বিত। যাঁর-প্রতি জনগনের সশ্রদ্ধ সম্মাননা প্রদর্শিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যাবলীর উপস্থিতির কারণে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বিচক্ষণ সালিশিয়ানগণ বেমন সুনাম অর্জন করে এসেছেন তেমনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছেন। সুন্দরবন অঞ্চলের সমাজ কাঠামো মূলতঃ কৃষি নির্ভর। কৃষিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত সামগ্রিক জীবনচক্র। কৃষি-চক্রের প্রধান মাধ্যম হল ভূমি। আর এই ভূমি কেন্দ্রিক জীবন প্রণালী হওয়ার কারণে এখানকার বিবাদ-বিসংবাদের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায় ভূসম্পত্তি অধিকারের প্রয়াস। সুপ্রাচীনকাল থেকে ভৌম অধিকারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিবাদ ও সংঘর্ষের ধারা আজও অব্যাহত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানব সমাজে। যার ব্যতিক্রম নয় এই সুন্দরবনাঞ্চল। মহাভারতের যুগে পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যেও হনুদের অধিকারকে কেন্দ্র করে সূচিত ও প্রায়শই প্রচলিত 'ভূ-বিবাদ' এক স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিনত হয়। সামান্য পরিমাণ অতিরিক্ত জমিকে ধরাত, বাঁধা-বন্ধক, পাট্টা জবরদখল, খাস জমির ভোগ দখল, বাস্তু ভিটের অধিকার, পুকুল-খাল-বিল, বাগান ও আবাদি ক্ষেত-খামার প্রভৃতি ভূমি কেন্দ্রিক বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি নিত্য দিনের ঘটনায় পরিনত। ধনী, দরিদ্র, সম্পদশালী বা স্বল্প সম্পদের অধিকারী সকল শ্রেণীর মানুষজন ভূমি বিবয়ক বিবাদের স্বীকার এবং তারা বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য সালিশিয়ানদের দ্বারস্থ হয়। সালিশিয়ান অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে সূচারু রূপে বিচারকার্য সম্পাদনের মাধ্যমে তা সমাধানে তৎপর হন।

ভূমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস মানব গোষ্ঠীর এক চিরকালীন বৈশিষ্ট্য রূপে চিহ্নিত। তার ব্যতিক্রম নয় সুন্দরবনাঞ্চলের কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষজন। এদের মধ্যে বেশিরভাগ সময় বিবাদ বাধে কৃষি জমির সীমানা নির্ধারণ ও মালিকানা নিয়ে। যার জন্য এই ভূমি দখলকে কেন্দ্র করে প্রায়শই ঘটতে থাকে ঝগড়া, দাঙ্গা, বিবাদ, মারামারি, খুনোখুনি। কখনো দেখা যায় একই জমির পাট্টায় দুই জনের নাম উল্লিখিত। ফলতঃ উভয়ের মধ্যে হনু একান্ত অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। সরকারী ভূমি সংস্কার আইনের অসংখ্য জটিলতা ও তার যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ার কারণে অসংখ্য বিজ্ঞপ্তির সৃষ্টি হয়, যার ফলে চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় সাধারণ মানুষজনের। এরূপ পরিস্থিতিতে কৃষিজীবী মানুষজন পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির কারণে আবাদি দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে।

অনেক সময় দেখা যায়, পূর্ব পুরুষগণ তৎকালীন সময়ে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সাদা কাগজে পরস্পর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী জমির ভোগ দখলের সীমানা নির্ধারণ করে নিয়েছিল। তখন দলিলের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি তারা করেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের বংশধরেরা জমির সীমানা পরিবর্তন বা জমির স্থানগত পরিবর্তনের মানসে নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হয়। বোহেতু তাদের পূর্ব পুরুষগণ সরকারি লিখিত দলিল করে রেখে যায়নি তাই তারা পরবর্তীকালে অমানবিক সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে এবং তার জন্য শুরু হয় গণ্ডগোল। এদের মধ্যে অনেকে কোর্ট-কাছারীতে দৌড়ানোর পর পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ে ক্লাস্ট হরে পড়ে। তাদের কেউ কেউ আবার গ্রাম সালিশির মাধ্যমে সালিশিয়ানদের মধ্যস্থতায় বিবাদ মিটিয়ে ফেলে। মাঝখান দিয়ে শুধু ব্যয় হয় প্রচুর সময় ও অর্থ এবং লাভবান হন উকিল ও মোজরগন।

গ্রাম সালিশি ব্যবস্থা কেবলমাত্র ভূমি সংক্রান্ত বিবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার অসামাজিক কার্যকলাপ যথা-চুরি, ডাকাতি, ধর্মীয় ভঙ্গামি, সাম্প্রদায়িক অশান্তি, জাতপাত বিষয়ক বিবাদ, পরধর্ম অসহিষ্ণুতা, পারিবারিক কলহ, যৌন বিষয়ক কুলজ, অবৈধ সম্পর্ক, প্রভৃতি বিষয়ক সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান কল্পে সালিশি আরোজিত হয়। বিশিষ্ট সালিশিয়ান বিদ্যাসাগর জানার সাক্ষাতকালে জানা যায়, পারিবারিক বিবাদ, গুণ্ডা, বদমাস, মন্দিরতলা, খোলা মাঠে, কোনও বৃহৎ বট বৃক্ষের তলায় অথবা হাটখোলায় গ্রাম সালিশি বসে। কোনও আড়ম্বরতা ছাড়াই একেবারে সাধারণ ভাবেই গ্রাম্য জীবনকে পাথের করে গ্রাম সালিশি পরিচালিত হয়ে থাকে। এটি এই আঞ্চলিক জনসংস্কৃতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে।

গ্রাম সালিশি সভার আরোজন করেকটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের নির্দেশ ও পরামর্শক্রমে বাদী ও বিবাদীরা প্রাথমিক পর্যায়ে সালিশিয়ানগণের বাড়িতে গিয়ে সালিশির জন্য অনুরোধ জানায় এবং সালিশি সভা আরোজিত হয়। অনেক সময় দেখা যায় বদমেজাজি বা বেরোদপ বিবাদী অথবা অপরাধী পূর্ব নির্ধারিত দিনে সালিশিতে উপস্থিত হতে কুষ্ঠিতবোধ করে অথবা অনীহা দেখায়। কিন্তু সেখান থেকে তাকে নিস্তার পাওয়াও সহজ নয়। কারণ সামাজিক প্রভাব ও চাপ সবদময় কার্যকরি ভূমিকা পালন করে। গ্রামের মধ্যে বিবাদ করে কেউ এতো সহজে রেহাই পেরে না।

বিবাদের সীমান্তের জন্য আরোজিত এই 'সালিশি' গ্রামের একেবারে নিজস্ব ব্যাপার। তবে অনেক সময় পার্শ্ববর্তী গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতেও স্বাগত জানানো হয়। একাধিক ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সালিশি পর্ব শুরু হয়। বাদী ও বিবাদীকে অবশ্যই বাধ্য মনোভাব নিয়ে সালিশিতে উপস্থিত হতে হয় এবং সালিশির সূচনাতে উভয় পক্ষকেই সালিশির সিদ্ধান্তকে তার ব্যতিক্রম ঘটলে শিক্ত বা সমাজ চ্যুত হওয়ার সজাবনা প্রবল থাকত। এমনও দেখা গিয়েছে দুর্বিনীত কোন বাদী বা বিবাদী সালিশিয়ানগণের মতামতকে অগ্রাশ্রয় বা অস্বীকার করার অভিপ্রায় দেখিয়েছে এবং তৎক্ষণাত তাদের হস্তে চড়-খাণ্ড খেয়ে নিজ ভুল-ত্রুটি স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। আবার এরূপ নিদর্শনও গ্রাম্য সমাজে ঘটেছে যে, সালিশির সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করার তাকে বা তার পরিবারকে দীর্ঘদিন গ্রামের সমস্ত রকম সামাজিক কাজকর্ম ও আচার অনুষ্ঠান থেকে বহিষ্কৃত রাখা হয়েছে।

সালিশিয়ান প্রক্রিয়াটি এক বিশেষ নিয়ম বা রীতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। সালিশিয়ানগন ও সমবেত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সর্ব সম্মতিক্রমে সালিশি আরম্ভ হয়। সালিশির শুরুতে কোনও এক সালিশিয়ান উপস্থিত সকল সদস্যগণের সম্মতি জ্ঞাপনার্থে জিজ্ঞাসা করেন-এখন সালিশি পর্ব শুরু করা হোক? তখন সকল সদস্য তা শুরু করার সম্মিলিত সম্মতি জানায় এবং তারপর সালিশি প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। সকল সদস্যের সম্মতি গ্রহণের পশ্চাতে বিশেষ গুরুত্ব আছে, কারণ সকলের প্রতি সালিশিয়ানদের সমমর্বাদা ও সম্মান প্রদান এর প্রধানতম তাৎপর্য। সামাজিক শৃঙ্খলাকে সুনিশ্চিত করাই হল সালিশিয়ানদের প্রধানতম কর্তব্য। সালিশিয়ানায় কোন রূপ লিখিত নিয়ম বিধি না থাকলেও তা পরিচালিত ও প্রয়োগ হয় সম্পূর্ণ যুক্তি ভিত্তিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে। এখানে বিশেষতঃ বলপ্রয়োগ বা জোরজবরদস্তি প্রাধান্য পায়না। বহু পূর্বে সালিশিয়ানহন গায়ের জোরের উপর আস্থানীল থাকলেও পরবর্তীকালে সামাজিক সচলতার প্রেক্ষিতে সেই মাননিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। তবে বর্তমানে গ্রামীণ রাজনৈতিক মেরুপন্থনে আবিষ্ট সুন্দরবনাঞ্চলে সামাজিক সালিশি

ব্যবস্থায় কখনো কখনো দলীয় মনোভাব প্রকাশ পায়, যা সালিশি ব্যবস্থার ধারাবাহিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী।

এই সালিশি পত্রিকা সম্বন্ধে 'সুন্দরবন লোকায়ত দর্পণ' নামক গ্রন্থে ধৃজটি নন্দর মহাশয় যথাযথভাবে উল্লেখ করেছেন যে, "সালিশির শুরুতে প্রধানতম সালিশিয়ান গলবস্ত্র হয়ে বাদী ও বিবাদীসহ সমবেত গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্য করে বলতেন, বাবা সকলরা সবাই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি আমাদের এই গ্রামের এই অশান্তিতে চির দিনের মতো দূর করতে। জেমরা সবাই আমাদের সহযোগিতা করো, যাতে এই দুই জন গ্রামবাসী ভাই বিবাদ ভুলে সমাধানের পথ ধরতে পারে। এই সম্বোধনের পর বাদীর বক্তব্য শোনা হয়। তারপর শোনাতে বিবাদী তার বক্তব্য শেষে একেরপর এক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য গ্রহণের পালা। সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণের পর সাধারণ গ্রামবাসীদের মতামত নেওয়া হয়। অনেক সময় দেখা গিয়েছে সাধারণ শ্রোতার দু-একটি মূল্যবান মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সালিশিয়ানগন একটা নিষ্পত্তিতে পৌঁছে যেতেন।"

বিচার প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে সালিশির সিদ্ধান্ত সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। ঐ কাগজে বাদী, বিবাদী সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এই স্বাক্ষরিত কাগজ বিচার প্রার্থী যত্ন সহকারে রেখে দেয়। ভবিষ্যতে পারস্পরিক গণ্ডগোলের পুনরাবৃত্তি ঘটলে ঐ সিদ্ধান্ত গৃহীত কাগজ উপস্থাপিত হয়ে থাকে। বিশিষ্ট সালিশিয়ান কালীপদ নন্দর মহাশয় জানিয়েছেন, থানা বা কোর্ট কাছারীতে যদি পুনরায় এই বিবাদ পৌঁছায় সেখানে কখনো কখনো সাক্ষ্যদানের জন্য স্বাক্ষরিত সদস্য বা সালিশিয়ানকে ডাকা হয়ে থাকে। এবং সালিশিনামাকে সহানুভূতির সাথে পর্যালোচনা করা হয়।

এই অঞ্চলে সীওতাল, মুণ্ডা, ওরাও, হো, ভূমিজ প্রভৃতি অদিবাসি মানুষজনের বসবাস সুদীর্ঘকালের। ব্রিটিশ আমলে ইজারা প্রাপ্ত জমিদারগন জদল হাঙ্গল করে ভূমিকে চাষ ও বাস যোগ্য করে তোলার জন্য তাদেরকে নিয়ে আসেন। পরবর্তীকালে রাঁচি, হাজারিবাগ, ছোটনাগপুর, মানভূম, সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত এই সকল অদিবাসি মানুষজন আর স্বভূমে ফিরে যেতে চায়নি। জমিদারের দেওয়া সামান্য ভূমিকে কেন্দ্র করে তারা আশ্রয়, বসবাস ও জীবন-জীবিকা অতিবাহিত করতে শুরু করে। এই সকল উপজাতি ছাড়া স্থানীয় মানুষজন বিচার কার্য সম্পাদনা করে থাকে। ফলতঃ এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বিচারের দণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকাংশে শীথিলতা দেখা যায়। বৈশিষ্ট সালিশিয়ান বিন্যাসাগর জানা মহাশয় সাক্ষ্যৎকারে বলেন, উপজাতি মানুষজনের সুদীর্ঘকালের বসবাসের ফলে তারা যেমন এই আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে অনেকাংশে গ্রহণ করে নিয়েছে তেমনি তাদের বিচারের প্রক্রিয়া সরলিকরণ শুধু হয়নি, এখানকার বিচার পদ্ধতিও তাদের উপর প্রযোজ্য হয়েছে।

তবে স্বাভাবিক সামাজিক সচলতার প্রতিবন্ধকতা এখানে পরিলক্ষিত হয়। যদিও এটি প্রায় প্রতিটি সমাজের অঙ্গ, যার ব্যতিক্রম নয় এই অঞ্চল। কখনো কখনো অসামাজিক মুর্খ, অসৎ, স্বার্থাশ্রয়ী অপরের ক্ষতিসাধনে প্রয়াসী, নিম্ন রুচি, প্রগাঢ় বৈরী কার্যকলাপ গ্রাম্য সমাজকে কলুষময় করে তোলে। এদেরকে অনেক সময় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের যথাযথ প্রয়াস ও পরামর্শক্রমে সমাজ চ্যুত বা এক ঘরে (গ্রামের কোনও মানুষ তার ও তার পরিবারের সাথে কোন রূপ সম্পর্ক না রাখা) করে রাখার ব্যবস্থা করা হত। এরা সকল প্রকার গ্রামীন সামাজিক কাজ কর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত নিঃসঙ্গ করে রাখার ব্যবস্থা করা হত। এরা সকল প্রকার গ্রামীন সামাজিক কাজ কর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত নিঃসঙ্গ করে রাখার ব্যবস্থা করা হত। শুধু তাই নয়, ঐ পরিবারের সাথে যাতে অন্য কোনও পরিবার সম্পর্ক না রাখে তা সুনির্দিষ্ট করা হয়। এই ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রধানতম কারণ হল উক্ত পরিবার ভুক্ত মানুষজনের মানসিকতার পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়াস।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুরবর্তনাত্মিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন সুন্দরবন অঞ্চলে বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। যার একান্ত প্রভাব এই গ্রাম্য সালিশি ব্যবস্থাদির মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এখানে নারী কর্তৃক সালিশিয়ান হিসেবে সালিশি সভা পরিচালনা করার প্রচেষ্টা একান্ত অলীক কল্পনা মাত্র। তাই প্রতিটি সালিশি সভা পরিচালিত ও আর্ভর্তিত হয়ে থাকে পুরুষ সালিশিয়ানদের উপস্থিতি ও ও তাদের মতামতকে কেন্দ্র করে। সালিশি সভা পরিচালিত ও আর্ভর্তিত হয়ে থাকে পুরুষ সালিশিয়ানদের উপস্থিতি ও তাদের মতামতকে কেন্দ্র করে। এমনকি সালিশি সভাতে নারীর অংশ গ্রহণ ও তাদের মতামত প্রদানকে যথাযথ মর্যাদাসহকারে গৃহীত হয় না। তাদের মতামত গ্রহণ করাকে কোথাও যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিকট মর্যাদাহীনতার লক্ষণ বলে নিন্দিত হয়। সুন্দরবন সমাজে গ্রাম্য বিচার কার্যে নারীর প্রবেশাধিকার বা অংশিদারিত্বের প্রয়াস সেই তিমিরেই আবদ্ধ। তারা সালিনতার প্রয়াসী হলেও সালিশিয়ানের কোন স্থানের অধিকারীনি নয়। সামাজিক সাম্যতা এই আঞ্চলিক সমাজ জীবনে

যে লক্ষিত তা গ্রামীণ সালিশিয়ানায় নারী সালিশিয়ানের অনুপস্থিতিতে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

এতদসত্ত্বেও এই আঞ্চলিক সালিশি ব্যবস্থার তৎপরতার মধ্যে নির্মল সমাজ গঠনের অভিপ্রায় যে উদ্ভাসিত হয় তা অনস্বীকার্য। একথা প্রতীয়মান হয় যে, একান্ত গ্রামীণ জীবন-যাপন প্রক্রিয়ার সাবলীলতাকে বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাদি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। প্রত্যন্ত গ্রাম্য প্রাণোচ্ছলতার প্রবহমান ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার বিশেষ প্রয়াসী এই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে সামগ্রিক রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতির জটিল পরিবর্তনশীলতা গ্রাম্য সালিশি ব্যবস্থাকে গ্ৰহণ করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সালিশিয়ান হিসেবে গ্রামের গণ্যমান্য, শিক্ষিত, বিবেচক মানুষকে সর্ব সশ্রুতিক্রমে গ্রহণ করা হয়। সেখানে নিরপেক্ষ ও মানবিক বিচারকার্য প্রাধান্য পেত। বর্তমানে সেই ধারার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। এর পশ্চাতে যে অন্যতম কারণ বিদ্যমান তা হলো গ্রাম সমাজে মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, জাতি হৃন্দুর চরম আকার ধারণ। যার জন্য উদারতাময় সমাজ কাঠামো আজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। দলাদলি সর্বথ রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় স্বার্থাষেবী ও স্বল্প শিক্ষিত নেতৃবর্গের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই বিচার ব্যবস্থার মৌলিক চরিত্রকে সংকুচিত করে তুলেছে। তা সত্ত্বেও গণ্যমান্য সালিশিয়ানগণের উপস্থিতিতে সুন্দরবন অঞ্চলের স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা পরিচালনায় আজও অভিপ্রায় রাখে।

নিম্ন বঙ্গীয় বঙ্গোপসাগর উপকূলীয় প্রান্তিক মনুষ্য সমাজে এই বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ব্যক্তিগত ঘেব, হিংসা জনিত বিবাদ-বিসংবাদ, পারিবারিক গোলযোগ, গোষ্ঠীগত নৈরাজ্যতার তাৎক্ষণিক প্রশমন বা নিষ্পত্তিতে গ্রাম্য সালিশি অনন্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই বিশ্ব সভ্যতার বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের ন্যায় সুন্দরবন অঞ্চল এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উদ্ভাসিত। একাধিক সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা এই আঞ্চলিক সংস্কৃতিতে গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থা স্থানীয় চরিত্রকে বিভাসিত করে।

সূত্র নির্দেশ :

১. O'Malley, L.S.S. Bengal District Gazetteers : 24 Parganas, Calcutta, 1914. p.110
২. Ibid
৩. Hunter, W.W.A Statistical Account of Bengal, 24 Parganas, (London 1875), West Bengal Government Reprint, 1998, p.121
৪. Ibid,p.120
৫. Mukhopadhyay, Sankarananda, A Profile of Sundarbans Tribes, Calcutta, 1976, p.22
৬. Gait. E.A., Census of India 1901, Vol. VIB, Part-iii, Provincial Table, Calcutta, 1901, pp.76-77
৭. নস্কর, ধৃজটি, সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পন, প্রথম খণ্ড, শ্যামলী পাবলিকেশন, কলকাতা-৭০০০০৬, জানুয়ারী, ১৯৯৭, পৃ-১২৭
৮. তদেব, পৃ-১২৭
৯. তদেব, পৃ-১২৯

বাবলু নস্কর
পি এইচ ডি গবেষক
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

Sundarbans: Acculturation of Tribal Communities

Bablu Naskar

UGC - Research Fellow RGNF

Department of Ancient Indian History & Culture

University of Calcutta

Abstract :

The Sundarban region is one of the most water-forest-swamp areas in the south-easternmost province of India and is a diverse reservoir of socio-economic, religious and folk culture. This region is the land of relatively ancient civilization. The ancient lower caste Poundras or Pods are the majority population of this region. This predominantly Poudra region was later populated by Muslims, Christians, Portuguese, Mugh, Firingi and Tribal peoples. As the British took over the colonial power of Bengal, they adopted a plan to capture the Sundarbans in order to expand the agricultural land and increase the revenue. During this time the forest area was divided into different areas and given to the landlords, latdars and leaseholders. They brought tribal people from Chhotnagpur, Manbhum, Singhbhum region for the need of skilled labor in forest harvesting. These tribal people like Santal, Munda, Oraon, Ho, Bhumij etc. started living on the condition of getting agricultural land without going back to their native land. Later, the little land they were under the control of the zamindars, latdars, leaseholders etc. They are forced to engage in occupations like farming, fishing and crab hunting, collecting wax and honey from the forest in order to save their lives.

Not only did the profession change; Due to their long residence in the Sundarbans region, they have adapted various norms and features of the local socioculture. Particularly among the Sundarbans, the worship of the main deity called 'Marangburu' or 'Singbonga' is disconnected. As the main component of their Karam Puja is the Karam tree, they worship the Kadam tree of this region instead. Moreover, along with the worship of deities like Tusu, Bhadu, etc., they expanded the religious sphere by connecting with the local Hindu society's deities like Dakshinaraya, Vanadevi, Vishalakshi, Kaluraya, Gangadevi, etc. Moreover, the tribals continue to live their struggling lifestyle through the adjustment, change, evolution and adaptation of clothing, food habits, home construction, linguistic and tribal justice systems.

Keyword: Diverse, Reservoir, Swamp, Predominantly, Component, Adaptation

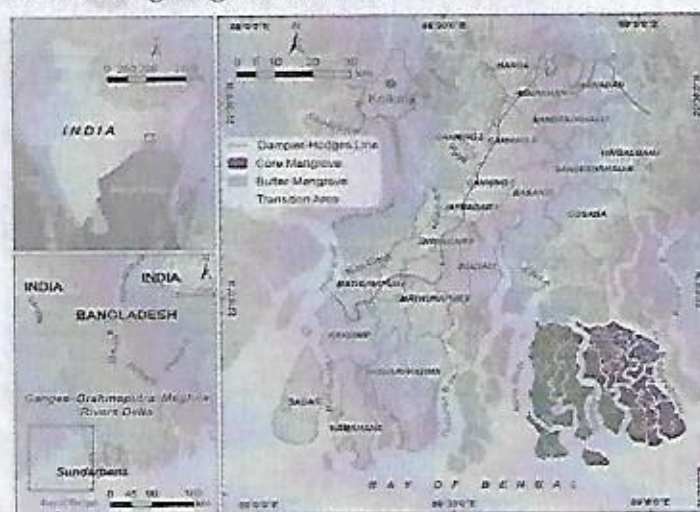
Objective of the study:

Here my prime objective is to highlight the society, religion and educational culture of the tribal people living in the contemporary period in a new way. Analyzing the people's life and culture of the Sundarbans region emerging from various source and presenting the outline of the adaptation, evolution, changing and mixing that have taken place in the socio-economic pattern, religious affairs, daily life and folk culture of the tribals of this region along with living and occupational changes in the new geographical environment.

Introduction :

Culture is the essence of any civilization. The image of a society and civilization emerges in the mirror of culture. Every society is bright in its own characteristics, but in its flowing stream the connection and separation of different forms of life becomes a natural phenomenon, which is not an exception observed in Sundarbans human civilization. Here the currents of normal social order flow normally. Here the location of different religious communities and socio-cultures has not only manifested in unique characteristics, but also the transformed aspect of a special culture developed through mutual healthy coexistence and harmony exists in the developing process.

The Sundarbans region is spread over an area of 25,500 sq.km. on the coast of the Bay of Bengal at the mouth of the Ganges and Brahmaputra rivers. After the division of the country, the area of Indian Sundarbans is 9630 sq.km., whose boundaries extend from Ichhamati-Kalindi-Raimangal in the east to the Hooghly River in the west and from the Dampier-Hodges line in the north to the Bay of Bengal in the south. The Sundarbans located in north and south 24 Parganas of India was once a richly populated area and at other times it succumbed to the whims of nature and turned into a deep forested uninhabitable swamp through several rivers and creeks. And the people here migrated and built settlements in safer places. Dense forests have developed in abandoned areas. Later, people cleared the forest and built new settlements. In this way, the flow of people in the Sundarbans region has been going on forever.



Indian Sundarbans

Literature Review:

Here the overall life course of the marginalized people of Sundarbans is indicated. In order to understand this life course of the tribes, the literature of various authors on regional culture has been observed. None of them shed light on the life and culture of the grassroots people of the region in detail. It is completely different. Among those who have previously worked on the Sundarban region are Sankarananda Mukhopadhyay: A Profile of Sundarban Tribes, W.W.Hunter: A Statistical Account of Bengal, vol-I, A.K. Mondal & R.K.Ghosh: Sundarban: A Socio BioEcological Study, A.M.F.Abdul Jolil: Bangladesher Santal:Samaj O Sanskriti, S.C.Roy : The Mundas and their Countries etc.

Methodology:

Some articles, different thesis, reports, News and letters are the supporting documents. Several museums and regional libraries were visited and gathered relevant information, helps from some erudite teachers, experts, renowned scholars are also taken. A number of other relevant primary and secondary sources of information on the selected topic are also used here.

Analysis :

People have evolved various cultures due to the need to fulfill their social demands. Each community lives in its own cultural milieu but maintains the flow of life through harmony with its surrounding environment. The inevitable result of this continuous coexistence is the exchange of material between multiple cultures. In this way, if the adaptation of cultural elements between two different groups take place continuously, it is acculturation. This process of acculturation does not always happen in the same way, sometimes it happens spontaneously and sometimes it happens under environmental compulsion or pressure. It is often observed that the generally backward comparatively underdeveloped social groups try to draw a particular linear portrait by adopting various cultural elements from the relatively advanced and dominant social systems.

According to the anthropologists, the original inhabitants of Bengal i.e. the Sundarbans, especially the Santals, were pre-Dravidian people⁽¹⁾. They were called Proto-Australoids or Proto-Australis in this anthropic language, and belonged to the Austric language group.

The physical structure of people of the Austrian group is generally slender. They have long to medium skulls, flat and wide nostrils, dark complexion and wavy hair. A special similarity is observed with the tribals, especially the Santals. Like Austrians, their appearance is usually black. Some have flat nose, thick lips, curly hair and medium height⁽²⁾. From this idea, it is assumed that the Santals are people of the Austric group. At one time, this group ranged from North India to

Easter Island in the Pacific Ocean. Some anthropologists believe that they went from India to the Australian continent approximately thirty thousand years ago.

Scholars differ on when and how this Austric-speaking population came to be known as Santals. According to Skrefsrud, the Santal word is derived from Soontar⁽³⁾. Others say, they lived in 'Saant' or feudal land for a long time, so their common name became Santal. Many people also call the eastern ethnic identity of Santals as 'Kherwad'⁽⁴⁾. Almost all the researchers have agreed that they are not natives of this country - outsiders⁽⁵⁾.

The Santal, Munda, Oraon, Ho, Bhumij-tribals of Chotanagpur, Santal Pargana and Kolhan regions are the main ones participating in the operation to clear the forests of the vast Sundarbans region⁽⁶⁾ and make them suitable for arable land and cultivation. At the initial stage they came to the region and received a portion of the acquired land for farming and subsistence under contract of labor. This small piece of land was their main asset. Based on it, they vowed to build a settlement in this region. Most of them soon became landless citizens without being able to protect the land even if they got it. Behind this was the narrow self-interested mindset of the landlords, latdars and their various brokers. They are bewildered by deprivation and their simple mindedness is suppressed as well as their immense faith is dishonored and humiliated. The life practices of the tribals of the Sundarbans region have been shaped in this cruel irony. The tribals of the Sundarban region have witnessed a continuous life-suffering history of ups and downs, aspirations, despair, temptation and exploitation.

The people of all these tribal communities left their habitats in the plateau and moved towards the remote eastern province of Sundarbans, and through manual labour, acquired forests and became arable land for the benefit of landlords and leaseholders. In the surrounding conditions of that time, instead of labor, the plan of permanent residence was adopted based on the small portion of land obtained from the landlords and in view of which tribal villages were established in various parts of the Sundarbans region. Despite the vast differences with the geographical features of their motherland, they have to face various adverse conditions while living in rivers, creeks and tidal lands with saline soil and mangrove forests. The conflict and struggle between these two different situations in the tribal way of life of the Sundarbans region has started from the earliest stages of life here. In the context of living for a long time, the tribal culture of the Sundarbans region has taken a harmonious form due to changes and refinements through the collision of various material and non-material cultural ideas, and sometimes the tribal life continues to flow in its own way by adapting to the local culture even after renouncing some of the characteristics of its own life culture.

The main branches of the tribal population have settled in different parts of the Sundarbans region. Munda communities mainly settled in Sandeshkhali, Gosaba, Canning, Hasnabad, Hingaljanj, Basanti, Kultali, Patharpratima and various parts of Kakdwip. Santal tribals are mainly found in Haroa, Canning, Basanti, Sagar, Kultali, Namkhana regions. Oraon communities in Canning, Basanti, Sandeshkhali,

Meenakhate; Among the tribal communities, the Ho live mainly in Canning, Basanti, Kultali, Namkhana region and Bhumij in Gosaba, Canning, Basanti, Hasnabad, Hingaljanj and Sandeshkhali⁽⁷⁾. These tribals living in different parts of the Sundarban region are unable to properly protect their traditional tradition.

Due to variations in geographical location, climate and soil, material differences are observed in the construction of habitable houses of the Sundarbans tribals. Also, due to the environmental conditions, they are forced to give priority to the local custom in terms of house building techniques. Although the walls of the homes of the Santals in their native land are artistically decorated with various colors and designs, the traditional style of art is not followed here.

An important phase of the Indian tribal lifestyle is the metamorphosed way of life. Arriving from a distant region and in the initial stage of settling in a completely new environment felt the need for temporary mental preparation to adapt oneself to an unfamiliar social culture. Therefore, even though they are exposed to a completely different socio-economic and ecological context, they soon try to adapt to various cultural adaptations. They built the village roughly maintaining the aboriginal characteristic layout of the houses. The affinity of the turnip tree with the Santal tribes was very close. However, as the natural diversity of this region soon broke the relationship with the Shal, Mahua, they created a new lifestyle by embracing the biodiverse mangrove forest environment. At the same time, the worship of the main deity called 'Marangburu' or 'Singbonga' among the tribal villagers of Sundarbans continued to be disconnected. Because many mountains and hilly environments were associated with this deity, but due to lack of that environment in the region, their need gradually decreased in the mind of the tribal people. Incidentally, Marangburu was originally the name of a hill. The ancestors of all tribals worshiped the Marangburu hill near their place of residence as a deity due to various reasons.

Villages were not developed here based on tribal community orientation. Because of the original habitat of Chotanagpur region villages are formed according to different groups. But the tribals coming to the Sundarbans region i.e. Santal, Munda, Oraon, Ho, Bhumij etc. groups have come together and established villages.

As a result, the location of villages is not observed on the basis of their individual groups. Again, their traditional tribal practices are not followed in the governance of the villages. It has not been able to preserve its own governancecentric originality in the management and planning of rural administration. It can be seen that no 'Dhumkuria' or 'Akhara' has been established in Oraon village. Villagers are disconnected from Munda's 'Shasandiri'. Although Pahan and Mahato are one of the administrators of the local governance system, their activities are not restricted. And they became weak. At the outskirts of the village is the residence of the deity or the Holy hurst, called 'Jaherthan'. At present its necessity and its value in the overall life of the tribals has been reduced.

'Bongas' are present in most of the places of the religious and daily life of the tribals. As they seek greater happiness and comfort by appeasing the benefic Bongas through worship, they pray for deliverance from all kinds of evils by appeasing the fervor of the inauspicious Bongas. Given the natural environment of the Chotanagpur Santal Parganas, i.e. rugged hills, dunes, mountain springs and raging streams of rivers, this metaphysical thought developed and shaped the overall way of life. Although that thought flourished in this biodiverse environment, it was not completely abandoned. Tribals of the Sundarbans region have revived the metaphysical energy in the new environment but it is flowing in a weak stream, the expression of this idea is seen in their various worships.

Tribals coming from far away and living in a completely new environment are losing their identity to a large extent. As a result of immersion in the different environment here, various changes are seen in the tribal life. Most notable is the reduction in group rigidity in tribal life in the Sundarbans. Due to adverse conditions and changing environment, the lifestyles of all communities have merged. They are not known to the common people of the Sundarbans region by their separate tribal names such as Santal, Munda, Oraon, Ho, Bhumij etc. They are collectively known as 'aborigines'. However, their difference with the other local people living in this region is clearly observed. They have come to be known locally as 'Buno' due to their settlement, living and coming from forest areas⁽⁸⁾.

A review of the tribal social system of the Sundarbans shows that there is a clear cultural mix between the Santal, Munda, Oraon and Bhumij etc. Due to their prolonged exposure to the dominant and dominant Hindu culture in the changing social system, they gradually adopted Hindu ideology and made some changes in their lifestyle. It is natural in the changing course of social systems that when two lifestyles with different cultural characteristics have been in flux for a long time, there is an exchange of ideas between each other. In this context the influence of dominant culture is more felt. Notably, the change that can be witnessed in the tribal society here has taken place completely spontaneously, no ideology has been forced upon another. At various times they have adopted the mentality and lifestyle of the local people as necessary to reconcile with adverse environmental conditions and to sustain themselves in different socio-economic contexts.

Along with the ups and downs of the socio-economic system, the land ownership acquired by them in the initial phase of settlement here has gradually ruined and they turned into agricultural laborers and fishermen. Many have taken to earning a living by making bamboo and rattan furniture. However, tribal women are still active in maintaining the functioning of the family through the 'Rice-beer' preparation system that has been handed down in the tribal tradition. The consumption of modern beverages is increasing among men in comparison with the 'Rice-beer'. However, the people of the scheduled caste community here did not refrain from drinking of Rice-beer. They are also joining with the people of the tribal community and they getting experience of the tribal drink 'Rice-beer'.

Economic decline has shifted the indigenous lifestyles of the region to one another. The struggle for survival of the landless indigenous people has intensified with the unfamiliar environmental conditions. They have managed to earn a living through the dangerous environment, ignoring the attacks of crocodiles in the water and tigers in the den. Many have penetrated the life of forest resources collecting honey, beeswax, wood. Many have directly mastered the art of fishing in the rivers and converted into fishermen. In particular, many tribal women have mastered the profession of crab fishing in rivers. Although hunting or catching fish in the river is not their traditional professional lifestyle, in a critical situation of living in the Sundarbans, they enter this profession and enter into a difficult cycle of family struggle. For this reason, there has been a special match between the indigenous communities of the Sundarbans region with their local customs. They have assimilated to the environment of the region due to their patriarchal lifestyle.



Tribal Women : Rice-beer preparer and seller

This adaptation has occurred in several forms. Many of the tribal women adorn themselves with ornaments made of wood, clay or castor and have become accustomed to using metal ornaments such as gold, silver, bronze etc. However, the practice of wearing gold ornaments is very rare in tribal society. Similar to the women of the local Bengali society, tribal women also wear various types of body ornaments; For example, they wear hansuli in the neck, garland and tabich which is called Mandali in Saotali language, in the nose is noth and spider, in the ear is pendant, in the sinthi, in the hand is bala, bangle and batpal, in the arm is baju, komarbischa or waist band, in the leg there is benti - in their language banki, in the toe. Batri, rings on the fingers and dhamas are worn on the head and pankanta etc⁽⁹⁾.

Based on various religious practices, rules and regulations, worship by Brahmins in tribal homes, reading of Panchali of Lakshmi, reading of Ramayana and Mahabharata, hoisting of sky-lamps, etc., reflect the adoption of local idioms. Apart from this, tulsi manchas are set up in their premises and evening lamps are lit to pay homage to the goddess. Harinam sankirtan is practiced in tribal families. In this way, the local religious thought has been infiltrated in the arrangement of worshipping of their own gods and goddesses. Their own religious gods and goddesses such as

Singbonga, Dharmesh, Devimayi, Marangburu, worshipping of various types of bonga and supernatural powers, as well as secular gods and goddesses of Sundarban Hindu society such as - Banabibi, Shitala, Vishalakshi, Kaluraya, Dakshinaraya, Manasa, Kali and Gangadevi etc. are connected and their religiously expanded the sphere. Like other communities, the tribes have trusted these gods and goddesses to protect them from the natural adversities and attacks of wild animals of the forest. However, the worship of these gods and goddesses prevalent in the Hindu society did not come into the role of a rival to the 'Bonga' prevailing in their own society, nor did it cause them to deviate from their basic religious beliefs. The worshipping of both gods and goddesses and their coexistence outlined a mixed religious culture.

The foreign Christian community made radical changes in the religious life of this simple and poverty-stricken tribal human community. After the arrival of the Portuguese in Bengal in the 16th century, the Portuguese clergy continued to preach Christianity and started converting the people of the lower castes in the country. However, in addition to tribal people such as Santal, Munda, Oraon, Bhumij etc., people of lower caste Hindu communities have accepted Christianity and are included in it. It is worth noting here that the number of natives who have been converted by the ideals of Christianity is very small. Education, medical treatment, employment, temporary financial facilities and missionary service activities are among the reasons for conversion. Moreover, a number of tribals have been active in accepting Christianity out of the intention of guaranteeing freedom from exploitation, oppression and persecution by the local Hindu-Muslim community. Despite their living in Hindu and Muslim dominated areas, the Hindu community did not try to assimilate them and the Muslim community did not show the courage to convert them to Islam. This neglectful attitude of the region's majority Hindu-Muslim community is largely encouraging the tribals to convert themselves to Christianity.

In the tribal human life of the Sundarbans region there has been an important change in the linguistic features. The tribals have become accustomed to the local Bengali language instead of the Alchiki, Sadri, Mundari, Saotali languages of their traditional homeland. The majority of the present generation have the practical features of the local language. They are believed to have been forced into linguistic changes due to environmental conditions. Because of the research, it can be said with certainty that the opportunity of learning in their own language is very limited and they have also lost its relevance due to lack of use of their own language in public or private department or in various fields. After all, the local language has influenced itself due to their long residence in these regional communities. As the indigenous people realize the need to adapt themselves to the local language and culture in view of this reality, the attraction to their own language also diminishes.

With the role of the official panchayat system, the earlier rural local judicial system of the Sundarbans has undergone special changes. The rural 'Salishinama' administered by the Moral-Matabbar of the region has come to a slow end and the indigenous community-centred local administration has also become moribund. As the role of the village headman 'Majhi' and his assistants 'Paramanik' and 'Yoga Majhi' in the tribal society has diminished, so has the power of

the tribal Samajpati 'Pargana' and his assistant 'Karji'. The previous hereditary self-governing structures of the tribals were loosened and largely bounded by local governance practices.

The staple food of the tribals is rice, followed by eggs, fish and rat meat. They eat the meat of domesticated quadrupeds and bipeds such as sheep, goats, pigs, ducks, chickens etc. They eat the meat of hunted animals except domesticated animals in special ceremonies. But nowadays this hunting trend has been reduced to a great extent. Various government restrictions and lack of adequate animal resources are among the reasons for this. They follow a vegetarian diet like the people of the local Hindu-Muslim community and have a variety of vegetables in their diet. Moreover, they prepare Chira, Muri, Khai in milk and milk with sugar and dry food. 'Torani' (commonly known as 'Pantabhat') is one of the favorite morning food of common and poor tribals. But like the local people here many educated and wealthy tribal families are getting used to Hotchpotch, pulaos, Biryani, Parota, Chowmin etc. The trend of consuming these foods in various festivals is also observed among the common tribals. Besides, it various types of pitha made by tribal women such as - Pakano pitha, Saji pitha, Vapa pitha, Puli pitha, Pati sapta, Telerpitha, Chiti pitha etc. are considered as one of their favorite foods.

The aspect of traditional clothing in tribal society is particularly noticeable. The men of this society wear a special cloth called 'loincloth' which is one hand wide and three hands long. They wear this dress by hand at home. Apart from this dress, usually men from poor families use a chador as a dress when going to markets or relatives' houses. But in the changed situation, tribal men of wealthy families wear Dhoti, Lungi instead of loincloth. Moreover, the educated tribals have become accustomed to wearing different types of modern clothes like pants, shirts, pajamas, Punjabi, etc., like the Hindu culture of this region.

The typical dress worn by tribal women is a coarse saree or fata cloth. It is their traditional custom to wear two pieces of fata cloth, one wrapped around the waist below the knees and the other piece covering the chest and hanging over the left shoulder towards the back. However, women from educated and financially well-off families wear sarees, blouses, shayas, salwars like Bengalis. Thus they entered the local custom of wearing the saree along the ankles instead of below the knee. In this way, it can be seen that the tribal men and women have adopted the local customs of the region and made significant changes in their dressing. The local delicacy has replaced the previous meditations centered on their native land. This evolutionary mental transformation is a manifestation of long-standing regional characteristics.



Bhumij Tribal women Tribal Fishermen adapted to local dress code

A special ceremony in the life of the tribals is the use of 'Sikka' marks on the body. This wound mark is used from the left elbow to the middle of the wrist. Wound marks are usually an odd number, i.e. one, three, five or nine. It is common for boys to use this sign at the age of twelve years. To give this sign, a piece of cloth is rolled up to a thickness of one and a half inches, its tip is set on fire and it is held in the hand. Similarly girls wear 'tatt' or 'khoda' mark from wrist to middle of elbow or chest. These symbols carry deep religious and national identity. In the tribal society of the Sundarbans region, the intention to adopt this special symbol has largely faded away.

As the celebration of festivals like Karam Parva, Sarhul, Sakrat, Sohrai, Tusu, Malsis etc. reveals the unique characteristics of their tribal culture, the social culture of Sundarbans is flowing in a mixed stream by adopting Gajan festival, Mansar Jhapan, Nagarkirtana etc. Another part of the festival of the tribal society is the cock fight. It is celebrated at certain places in the village from the months of December to March. People of different communities participate in these festivals and fairs, including roosters. Due to the long coexistence, the Hindu society of this region has adapted itself to the traditional culture by performing the 1st Baisakh fair, Ras festival, Harinama Sankirtana, Kali Puja, Saraswati Puja, Zantal, Bonobibi fair-festival and worship. A special aspect of adoption of social norms is observed in bridal ceremonies. According to the tradition of tribal society the bridal ceremony is performed under the supervision of 'Pahan'. Many others are going through performed by Brahmin priest in presence of Pahan. Moreover, their Shasthi Puja and Shraddha rituals are also performed by Brahmin priests. Again, during the cremation procession with the corpse of the tribal family, Harinama Sankirtana is chanted according to the local Hindu tradition, which is followed by the local tradition.

In addition to many of the tribals adopting Christianity, the non-Christian tribals also participate in the Barodin festival on December 25th. However, although the tribals were close to the Muslim society and culture, they were not particularly affected by it. Like other communities in the Sundarban region, when they go to cut wood in the forest, collect honey or catch fish and

crabs in the river, they worship and pray to the same deities like Gangadevi, Badar Pir, Banadevi, Dakshinraya, kaluraya etc. Karam Puja is one of the tribal festivals. The use of karam tree is absolutely necessary in this puja, but since there is no karam tree in this region, they have accepted kadam tree for worship. In this way, the tribals have adapted themselves to the environmental conditions and spent their lives. The tribals have been able to adapt their Tusu, Jhumur, Bhadu songs as well as some of the local folk songs of the Sundarbans region, Gajan, various Ballads, Barcalore etc.

Again it can be seen that the women of the Hindu families of this region are accustomed to tribal music and dance. They have vowed to earn money by serving in various places with tribal women.

Conclusion:

In this way, it can be seen that the coexistence of different communities and ideological harmony has developed in the Sundarban society. Along with that mixed culture flowed. All these social characteristics have given the Sundarbans culture its uniqueness. The people belonging to the tribal society have adapted themselves to the local cultural environment of the region in several ways and have continued their normal life.

Bibliography :

1. Sur, Dr. Atul, Bangalir Nritatwik Parichaya, Vichitra-Vidya Granthamala, Jijnasa, Kolkata, 1979, p.26
2. Sattar, Abdus, Aranya Janapade, Adil Brother's & Co., Dhaka, 1975, p.353
3. Mukherjee, Charulata, The Santals, A Mukherjee & Co. Pvt. Ltd., Calcutta, 1962, p.28
4. Roy, S.C., The Mundas and their Country, Calcutta, 1912, (Introduction), p.V
5. Hunter, W.W., The Annals of Rural Bengal, Smith Elder's & Co., London, 1868, p.181
6. Mandal, A.K. & Ghosh, R.K., Sundarban: A Socio Bio-Ecological Study, Bookland Pvt. Ltd., Calcutta, 1989, p.111
7. District Census Handbook, 24 Parganas, Vol. II, 1961, p.60;
Chattopadhyay, Haraprasad, The Mystery of the Sundarbans, A Mukherjee & Co. Pvt. Ltd., Calcutta, 1999, p.142
8. Hunter, W.W., A Statistical Account of Bengal, Vol. I, Districts of the 24 Parganas and Sundarbans, Trubner & Co., London, 1875, p.318
9. Ahamed, Razib, ed., Sundarbaner Itihas, Vol. 2, Gatidhara, Bangla Bazar, Dhaka, 2012, p.223
10. Das, Gokul Chandra, Dakshin Chabbis Parganar Itibritta, Progressive Publisherse, Kolkata, 2021
11. L.S.S. O'Malley, Bengal District Gazetteers, 24 Parganas (1914), Govt. of West Bengal Reprint, Calcutta, 1998
12. Mukherjee, Sankarananda: "Folklores of the Sundarban Tribes" - Published in Bulletin of the Cultural Research Institute, Vol. 12, No. 1&2, Govt. of West Bengal Tribal Welfare Department. 1976

13. Gait,C.G.,Census of India 1901,Vol.VIB,Part-III,Provincial Series,Calcutta, 1901
14. Mukherjee, Sankarananda: "The Santal of the Sundarbans" - Published in Bulletin of the Cultural Research Institute, Vol.3,No.3&4,1964
15. Pargiter,F.E.,Revenue History of the Sundarbans(from 1775 to 1870), Calcutta, 1885
16. Das,Amal & Raha,Manish,The Oraons of Sundarban, Published by Tribal Welfare Department, Govt. of West Bengal, Calcutta, 1961
17. Bengal Past & Present, Journal of the Calcutta Historical Society,Vol.X,Part1,1925

